ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব

□ আনন্দবর্ধন 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের 'বৃত্তি' অংশের লেখক।
□ অভিনবগুপ্ত 'ধ্বন্যালোকের' 'লোচন' নামে টীকা ও ভরতনাট্যশাস্ত্রের 'অভিনবভারতী' নামে ভাষ্য লেখেন

— এরা কাশ্মীরের অধিবাসী।

☑ রসবাদের সর্বপ্রধান আচার্য অভিনবগুপ্ত।

□ 'কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ' — বামন — অলংকারবাদ

□ 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' — বামন — রীতিবাদ

□ 'বিশিষ্টা পদরচনা রীতি' — বামন — অর্থাৎ কাব্যের আত্মা 'স্টাইল' — "

□ 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' — সাহিত্যদর্পণ — বিশ্বনাথ কবিরাজ

□ 'কাব্য ও অকাব্য' — বেনেডেত্তো ক্রোচে

□

ভাব	রস
রতি	শৃঙ্গার
হাস	হাস্য
শোক	করুণ
ক্রোধ	রৌদ্র
উৎসাহ	বীর
ভয়	ভয়ানক
বিস্ময়	অদ্ভুত
জুগুপ্সা	বীভৎস
শম	শান্ত

ভাব → রস

□ এই ৮টি ছাড়াও আলংকারিকরা ৩৩টি ভাবের নাম করেছেন। স্থায়ীভাবের পরিণতি রস। বাকিগুলোকে বলে 'সঞ্চারী'।

□ কাব্য নির্মাণ কৌশলের ৩ ভাগ — বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী।

□ কথা, ভাষা, অলংকার, ছন্দ দিয়ে যে রচনা, অথচ কাব্যের আত্মা 'রস' যাতে নেই তাই 'অকাব্য'। আনন্দবর্ধন এরই নাম দেন 'চিত্রকাব্য'।

□ পোপের 'এসে অন ম্যান', কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাবশতক', রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' — চিত্রকাব্য।

□ যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী — মৈত্রেয়ী - কাত্যায়নী।

- ☐ ভরত মুনি → নাট্যশাস্ত্র → রসবাদের প্রাথমিক ধারনা
- ☐ ভামহ → কাব্যালংকার → অলংকারবাদের সমর্থনে
- ☐ দণ্ডী → কাব্যাদর্শ }
- ☐ বামন → কাব্যালংকার সূত্রবৃত্তি } রীতিবাদ
- ☐ আনন্দবর্ধন → ধ্বন্যালোক এর বৃত্তি'
- ☐ অভিনবগুপ্ত → ধ্বন্যালোক এর 'লোচন' টীকা
- ☐ কুন্তক → বক্রোক্তি জীবিতম্ → বক্রোক্তিবাদের সূচনা ✓
- ☐ বিশ্বনাথ → সাহিত্যদর্পণ ✓
- ☐ জগন্নাথ → রস- গঙ্গাধর ✓
- ☐ "নারীর মুখ সুন্দর হলেও তা অলংকারহীন হলে শোভা পায়না" → ভামহ ✓

(*) ☑ 'অলংকারবাদ' - এর কথা দণ্ডী প্রথম তাঁর 'কাব্যাদর্শে' বলেন। পরে বামন।

(*) ☑ 'রীতিবাদ' - দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শে' রীতিকে বলা হয়েছে মার্গ। মার্গের অর্থ সাহিত্যভাষার প্রভেদ। মার্গ ২টি - বৈদর্ভী, গৌড়ী।
দণ্ডীর এই মার্গ ধারনা রীতিবাদের সূচনা করে।

(*) দণ্ডীর মার্গের পরে বামন 'রীতি' শব্দটি ব্যবহার করেন। "রীতিরাত্মা কাব্যস্য"

☐ রুদ্রট → কাব্যালঙ্কারসূত্র → গ্রন্থে বামনের ব্যাখ্যা করেন। তিনি আর একটি মার্গ কল্পনা করলেন - লাটীয়া।

☐ রাজশেখর → কাব্যমীমাংসা

(*) ☑ ক্ষেমেন্দ্র → 'কবিকণ্ঠাভরণ' → ঔচিত্যবাদ

(*) ☑ বক্রোক্তিবাদ :⇒ ভামহ বক্রোক্তির উপর সামান্য জোর দেন। তিনি বলেন -
✓ শব্দার্থৌসহিতৌ কাব্যম্' ও 'সৈষা সর্বৈব বক্রোক্তি'। ✓

বক্রোক্তি-র চিন্তাকে তত্ত্বে পরিনত করলেন কুন্তক। ✓
কুন্তক ৬ টি বক্রতাকাশার কল্পনা করেছেন।
✓ কুন্তকই প্রথম সাহিত্যতাত্ত্বিক যিনি কবিমনের স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিলেন।

☑ রসবাদ :⇒ বিশ্বনাথ → রস অখণ্ড, সম্পূর্ণ, স্বপ্রকাশিত, আনন্দচিন্ময়, অলৌকিক
(*) ভট্টনায়ক → ব্রহ্মাস্বাদের সাথে রসকে তুলনা করেন।

(*) ১৩□ অভিব্যক্তিবাদ → অভিনব গুপ্ত → ব্যক্তি-কল্পতরুণের → অর্থাৎ রসনিষ্পত্তির হইলো কথা

□ ভট্টলোল্লট 'রসনিষ্পত্তি' অর্থে 'রসের উৎপত্তি' বা উদ্ভব বলেছেন।
(উৎপাদ্য - উৎপাদক সম্পর্ক।)

□ শঙ্কুক 'নিষ্পত্তির' অর্থে করেছেন — 'অনুমিতি'।
(কার্য - কারণ সম্পর্ক)

□ ভট্টনায়ক জানালেন 'রস' ভুক্ত হয়।
(ভোগ্য - ভোজক সম্পর্ক)

1. নাট্যশাস্ত্র → ভরত
2. কাব্যাদর্শ → দন্ডী
3. কাব্যালংকার → ভামহ
4. কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি → বামন
5. ধ্বন্যালোকের বৃত্তি → আনন্দবর্ধন
6. ধ্বন্যালোকের লোচন → অভিনবগুপ্ত
7. কাব্যমীমাংসা → রাজশেখর
8. সাহিত্যদর্পন → বিশ্বনাথ কবিরাজ
9. রসগঙ্গাধর → জগন্নাথ
10. কবিকণ্ঠাভরন → ক্ষেমেন্দ্র
11. বক্রোক্তিজীবিতম্ → কুন্তক
12. দশরূপক → ধনঞ্জয়
13. কাব্যপ্রকাশ → মম্মটভট্ট
14. হৃদয়দর্পন → ভট্টনায়ক
15. ব্যক্তিবিবেক → মহিমভট্ট
16. অভিনবভারতী → অভিনবগুপ্ত
17. কাব্যানুশাসন → হেমচন্দ্র
18. শৃঙ্গার প্রকাশ → ভোজদেব
19. ভামহবিবরন → উদ্ভট
20. কাব্যালংকারসারসংগ্রহ → উদ্ভট
21. অলংকারকৌস্তুভ → কবিকর্ণপুর
22. কাব্যতত্ত্বমীমাংসা → রুদ্রট

- শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্ → ভামহ
- কাব্যং হ্রাদ্যম অলংকারাৎ → বামন
- সৌন্দর্যমলংকারঃ → বামন
- রীতিরাত্মা কাব্যস্য → দন্ডী
- ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য → আনন্দবর্ধন
- গুন ও অলংকারযুক্ত, বাক্যই কাব্য → রাজশেখর
- বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্ → বিশ্বনাথ কবিরাজ
- 'গুনীভূত ব্যঙ্গ' → আনন্দবর্ধন
- বক্রোক্তিবাদ → কুন্তক
- ঔচিত্যবাদ → ক্ষেমেন্দ্র
- রীতিবাদের সূচনা → দন্ডী